ঘর্ ঘর্ শব্দে রথখানা চলে এল।
রামকান্ত পথ মাঝে বসিয়া রহিল।।
কেহ বলে উঠ উঠ উঠ হে বৈরাগী।
এখানে বসিলে কেন মরিবার লাগি?'
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে সাধু করে দণ্ডবৎ।
রামকান্ত উপরে উঠিল গিয়া রথ।।
পৃষ্ঠোপরে রথখান উঠিল যখন।
উঠে এক জ্যোতিঃ প্রাতঃসূর্য্যের মতন।।
দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার।
রথ নীচ হ'তে যেন উঠে দিবাকর।।
বিদ্যুতের ন্যায় তেজ রথোপরে গেল।
জগন্নাথ বাসুদেবের অঙ্গেতে মিশিল।।
পূর্ব মুখ রথখান হইল সুস্থির।
পথে পড়ে রৈল রামকান্তের শরীর।।
সকলে দেখিল গেছে ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটি।'
রামকান্তের মৃত দেহে হ'ল পুষ্পবৃষ্টি।।
রামকান্ত লীলাসাঙ্গ হরিবল ভাই।
শ্রবণে গোলোকে বাস কাল ভয় নাই।।
জগন্নাথ রথ হ'তে হ'ল অন্তর্ধান।
বাসুদেবে ল'য়ে দ্বিজগণ গৃহে যান।।
ভুবন পবিত্র হেতু রামকান্ত এল।
এই রামকান্ত বরে হরি জনমিল।।
রামকান্ত ভক্ত সব একত্র হইল।
ঘৃতাগ্নি সংযুক্ত করি সৎকার করিল।।
রামকান্ত মহাসাধু রসিক সমাজ।
কান্তলীলা রচিল তারক রসরাজ।।

আবির্ভাবের পুণ্যক্ষেত্র শ্রীশ্রীযশোবন্ত অন্নপূর্ণা চরিত্র

প্রণমি শ্রীযশোবন্ত ঠাকুরের পায়।
জনমে জনমে যেন পদে মতি রয়।।
ঠাকুর বৈষ্ণব বলি উপাধি যাঁহার।
আমি মূঢ় কিবা গুণ বর্ণিব তাঁহার?
বৈষ্ণব সঙ্গেতে সাধু কীর্ত্তন করিত।
ভাবেতে বিভোর হ'য়ে কত ভাব হ'ত।।
অশ্রু কম্প স্বেদ বীর বীভৎস পুলক।
লোমকূপ কণ্ডু লোম ঈষৎ কন্টক।।
অষ্ট সাত্ত্বিক দশাতে বাহ্য হারা হ'য়ে।
প্রেমস্বরে কহিতেন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।
"মন দেহ গৃহে কৃষ্ণ এইমাত্র ছিল।
দেখিতে দেখিতে যেন কাঁহা লুকাইল।।
কাঁহা রে বাপরে কৃষ্ণ কাঁহা বলরাম।
কাঁহা রে আমার সেই শ্রীদাম সুদাম?
করুণা করিত সাধু বাৎসল্য প্রকাশি।'
কোন দিন কৃষ্ণ গোষ্ঠে পোহাইত নিশি।।
শুদ্ধ-রাগ ভক্তি-শুদ্ধ কৃষ্ণ-অনুরাগ।
বৈষ্ণবেরা যশোবন্তে বলে মহাভাগ।।
বৈষ্ণব উপাধি বৈষ্ণবের পদে সেবি।
অন্নপূর্ণা মা'কে সবে বলিত 'বৈষ্ণবী'।।
বৈষ্ণব ঠাকুর আর ঠাকুর বৈষ্ণব।
এহেন উপাধিতে হইল জনরব।।
যত কিছু সংসারেতে করিতেন আয়।
যত্র আয় তত্র ব্যয় বৈষ্ণব-সেবায়।।
গো-সেবা করিত বহু করিয়া যতন।
দুই তিন গাভী সদা থাকিত দোহন।।
ঘৃত বানাইত দধি করিয়া মন্থন।
বৈষ্ণবেরে দধি দুগ্ধ করাত ভোজন।।
মন্থন সময় হ'ল বৈষ্ণবাগমন।
বৈষ্ণবের মুখে তুলে দিতেন মাখন।।
নির্মল দয়ার্দ্র চিত্ত না মেলে এমন।
একদিন শুন এক আশ্চর্য্য ঘটন।।
ভান্ড পুরে ঘৃত ল'য়ে সাধু গেল হাটে।
ঘৃত বেচিলেন এক দ্বিজের নিকটে।।